অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো

মূল পাতা | যোগাযোগ | বর্তমান সংখ্যা

ঢাকা, শনিবার, ৫ এপ্রিল ২০০৮, ২২ চৈত্র ১৪১৪, ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৪৯, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ৩টা ২৫ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে
- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়
- খোলা কলম
- সারা দেশ
- বিশাল বাংলা
- সারা বিশ্ব
- খেলাধুলা
- বিনোদন
- পড়াশোনা
- কম্পিউটার প্রতিদিন
- চিঠিপত্র

ফিচার পাতা
- ছুটির দিনে
- কাজের খবর
- ক্ষেতখামার

মূল পাতা

সংবাদ শিরোনাম | আগের সংবাদ | পরের সংবাদ

সংস্কার হলে ভালো বিছানায় ঘুমাতে পারব?

বিশেষ প্রতিনিধি

‘পুলিশ বাহিনীতে সংস্কার হলে আমরা কি ভালো বিছানায় ঘুমাতে পারব?’ কথায় কথায় এটা জানতে চান পুলিশ কনস্টেবল আবদুর রহমান। তিনি এখন কর্মরত আছেন মিরপুরে দাঙ্গা দমন বিভাগে। কনস্টেবল আসমত বললেন, ‘একবার মিরপুরে এসে ঘুরে যান। দেখবেন, কীভাবে পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে। ঘরের ভেতর জায়গা নেই, নেই শোয়ার ব্যবস্থা।’

মিরপুরে দাঙ্গা দমন বিভাগের টিনশেডে গাদাগাদি করে ঘুমান ৪০০ পুলিশ সদস্য। সেখানে ২০টি ফ্যান থাকলেও সচল আছে মাত্র চারটি। গরম বেশি হলে এ ঘর বয়লার মনে হয়। আবদুর রহমান ফ্যানের অবস্থা দেখিয়ে বললেন, ‘পুলিশ কীভাবে ঘুমায় তা চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না।’ এমন অনেক ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বেশির ভাগ পুলিশ সদস্য ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, বহুবার এসব নিয়ে কথা হয়েছে, কিন্তু সমাধান হয়নি।

পুলিশ বাহিনীর সংস্কার নিয়ে কী ভাবছেন—এমন প্রশ্ন করতেই আরেক কনস্টেবল আবুল হোসেন বললেন, ‘মাসে বেতন চার হাজার টাকা। মেসে দিতে হয় ৩০০, সরকারি প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য কেটে নেওয়া হয় ৪০০ টাকা। ডিএমপি চাঁদা পাঁচ টাকা, পাঁচ টাকা মসজিদ ফান্ডের। ছয় মাস পর পর কল্যাণ তহবিলের জন্য দিতে হয় ৮০ টাকা। এরপর আছে নিজের হাতখরচ। টাকার অভাবে স্ত্রী-সন্তানদের ঢাকায় আনতে পারি না। আবার মাস শেষে বাড়িতে যে টাকা পাঠাই, এই বাজারে তা দিয়ে সংসার চলে না।’ কনস্টেবল আবুল হোসেনের বেশি ক্ষোভ ২৫ শতাংশ ঝুঁকি ভাতা নিয়ে।

ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের মূল বেতন ৩০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু সাধারণ পুলিশের বহু আকাঙ্ক্ষিত মূল বেতনের ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত ঝুঁকি ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব এখনো অনুমোদিত হয়নি। কবে হবে তারও ঠিক নেই। আবুল হোসেন বললেন, ‘জিনিসপত্রের যা দাম, এত কম টাকায় চলে কী করে?’

রাজধানীর বিভিন্ন শ্রেণীর পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেশির ভাগ পুলিশ সদস্য মনে করেন

885

বাংলা না এলে

এ পর্যন্ত পড়েছেন
৩২৪৯৩৫
জন পাঠক

পুলিশের মূল সমস্যা বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব। এসব না বাড়িয়ে সংস্কার কোনো কাজে আসবে না বলেই তাঁরা মনে করেন। শান্তিনগর মোড়ে এক পুলিশ সার্জেন্ট এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'পেটে ভাত না থাকলে আইন করে লাভ হবে না।'

বাংলামোটর মোড়ে দায়িত্বরত ট্রাফিক কনস্টেবল সোহরাব থাকেন রাজারবাগ ব্যারাকে। সেখান থেকে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করেন। তিনি বলেন, ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা মাসে যাতায়াত ভাতা পান ৩০ টাকা। এই সময়ে প্রতিদিন এক টাকা যাতায়াত ভাতা দিয়ে কিছুই হয় না। রাজারবাগ থেকে বাংলামোটর আসার সরাসরি কোনো রুট নেই। দুবার গাড়ি বদল করতে হয়। বাধ্য হয়ে চলতি যানবাহন থামিয়ে চালকের পাশের আসনে বসে আসা-যাওয়া করতে হয়। তবে ট্রাফিক পুলিশের পোশাক দেখলে চালকেরা ভাড়া নেন না বলে জানান তিনি।

মিরপুর পুলিশ লাইনের কনস্টেবল সাত্তার বললেন, অবিবাহিত কনস্টেবলরা যে রেশন পান, তার সবই মেসের খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিতে হয়। এতেও সব পূরণ হয় না, বাড়তি আরও ৩০০ টাকা করে দিতে হয়। যাঁরা বিবাহিত, তাঁরা কিছু রেশন বাড়িতে পাঠাতে পারেন।

পুলিশের মহাপরিদর্শক নূর মোহাম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ বাহিনীর উন্নতির জন্য বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, ট্রাফিক ভাতা ও মামলা তদন্তের জন্য ভাতা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে যা পাওয়া গেছে তা খুব অল্প। এখন শুধু ট্রাফিক ভাতা ও মামলার তদন্তের কিছু খরচ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, দেশে পুলিশ বাহিনীর সদস্যসংখ্যা এক লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে ৯০ শতাংশই কনস্টেবল। তাঁদের গড় বেতন মাত্র চার হাজার টাকা। বর্তমানে পুলিশের কনস্টেবল থেকে ইন্সপেক্টর পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা করে ঝুঁকি ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেক পুলিশ সদস্য তা পান না। আর এ জন্য পুলিশ সদস্যদের মূল বেতনের ২৫ শতাংশ হারে ঝুঁকি ভাতা দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছিল পুলিশ সদর দপ্তর। এ ব্যবস্থা কার্যকর হলে সরকারের অতিরিক্ত ১২৮ কোটি ২২ লাখ টাকা খরচ হতো। একই সঙ্গে পারিবারিক রেশন কনস্টেবলদের ক্ষেত্রে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ এবং হেড কনস্টেবলদের ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ১০০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। একই সঙ্গে কনস্টেবলদের ভ্রমণ ভাতা ৩০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা দাবি করা হয়েছিল। সে দাবি এখনো ঝুলে আছে।

সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | বাংলা না এলে

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
Concept & Design by JITU